

ই-পসে ১ লা জানুয়ারি ২০২২ থেকে নিম্নলিখিত পরিবর্তন গুলি চালু করা হচ্ছে।

- ✓ 'সীডিং' অপশনের নাম পরিবর্তন করে 'সীডিং এবং রিঅ্যাক্টিভেশন' করা হয়েছে।
- ✓ রেশন কার্ডের তথ্য সংযুক্ত আধার নম্বর দিয়ে অনুসন্ধান করা যাবে।
- ✓ একই পরিবারে বিভিন্ন ধরনের রেশন কার্ড থাকলে পরিবারের যে কোনো সদস্যই যাঁর রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত আছে, তিনি পরিবারের সকলের রেশন আঙুলের ছাপ দিয়ে তুলতে পারবেন
- ✓ যে উপভোক্তার আধার সংযুক্ত হয়নি তিনি রেশন দোকানে গেলে ই-কেওয়াইসি করানোর পর খাদ্যশস্য বিতরণ কর যাবে।
- ✓ যে সমস্ত রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু ই-কেওয়াইসির মাধ্যমে হয়নি, সেই রেশন কার্ডগুলোকে নীল রঙ দিয়ে দেখানো হবে।

ই-পসে লেনদেনের পদ্ধতি

প্রতিদিন সেশন শুরু করার সময়

1. ই-পস ডিভাইস টি সুইচ অন করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত না 'আর ডি' সবুজ হচ্ছে অপেক্ষা করুন, তারপর 'PDS' অপশন সিলেক্ট করুন।
2. এফপিএস ডিলার তাঁর ইউসার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন।
3. এরপর বিলিং এন্ড ডিসট্রিবিউশন অপশন সিলেক্ট করুন।



4. এরপর নরমাল রেশন /দুয়ারে রেশন যেটা প্রয়োজ্য সেটা সিলেক্ট করুন।

প্রতিটি লেনদেনের সময়

5. রেশন কার্ড নম্বর টাইপ করে বা রেশন কার্ডের বারকোড স্ক্যান করে বা সংযুক্ত আধার নম্বর টাইপ করে 'Next' অপশন ক্লিক করুন।



6. এখন ওই পরিবারের সমস্ত সদস্যের তালিকা দেখাবে এবং সদস্যরা সিলেক্টেড হয়ে থাকবে। এখানে উদাহরণে কেবলমাত্র একজন সদস্য (শিশুটির RKSYS-১ কার্ড) দেখাচ্ছে যেহেতু অন্য চারজনের অন্য ক্যাটেগরীর রেশন কার্ড আছে।



একই পরিবারে বিভিন্ন ক্যাটেগরীর রেশন কার্ড থাকলে (যেমন এন এফ এস এ এবং এর কে এস ওয়াই) স্বয়ংক্রিয় নমিনী পদ্ধতি ১ লা জানুয়ারি ২০২২ থেকে ই-পসে চালু করা হচ্ছে।

7. 'নেক্সট' অপশন ক্লিক করুন এবং ফোর্টনাইট অথবা মাস্ক অপশন সিলেক্ট করুন।
8. এখন শিশুটি যার কার্ড সিলেক্ট করা হয়েছিল তাকে সমেত ওই পরিবারের সমস্ত সদস্যের তালিকা দেখাবে। তালিকা থেকে যে সদস্য এসেছেন তাঁকে সিলেক্ট করুন।



9. যদি উপভোক্তার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত থাকে তাহলে 'Submit', অপশন ক্লিক করার পর আধার সম্মতি ফর্মে 'Agree' অপশন সিলেক্ট করে সম্মতি দিন।
10. এরপর একটি আঙুল ব্যবহার করে আঙুলের ছাপ মেলানোর চেষ্টা করা হবে। যদি আঙুলের ছাপ মিলে যায় তাহলে 'সেল' অপশন ক্লিক করে লেনদেন সম্পূর্ণ করুন।
11. যদি আঙুলের ছাপ না মেলে, তাহলে দুটি অন্য আঙুলের ছাপ পপর বিপ আওয়াজের ব্যবধানে নিতে হবে। এই পদ্ধতি কে বলা হয় 'ফিউশন অথেন্টিকেশন'। যদি আঙুলের ছাপ মিলে যায় তাহলে 'সেল' অপশন ক্লিক করে লেনদেন সম্পূর্ণ করুন।
12. যদি তা সত্ত্বেও আঙুলের ছাপ না মেলে তাহলে ই-পস আধার নম্বরের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল নম্বরে OTP পাঠাবে। 'OTP'টি লিখুন এবং যদি মিলে যায় তাহলে 'সেল' অপশন ক্লিক করে লেনদেনটি সম্পূর্ণ করুন।
13. যদি OTP না মেলে, (অথবা আধারের সঙ্গে ভুল মোবাইল নম্বর সংযুক্ত থাকায় প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা না যায়), তাহলে ডিলার উপভোক্তার আধার নম্বর জিজেস করবেন এবং সেটা ই-পসে নথিভুক্ত করবেন। যদি এই আধার নম্বর রেশন কার্ডের সঙ্গে যুক্ত আধার নম্বরের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে লেনদেন টি সম্পূর্ণ করুন। উপভোক্তাকে নিকটবর্তী আধার সেবা কেন্দ্রে গিয়ে আঙুলে ছাপ নতুন ভাবে নথিভুক্ত করতে বলুন।
14. যদি আধার নম্বর না মেলে, তাহলে "অনুগ্রহ করে আপনার পরিবারের অন্য কোনো আধার সংযুক্ত সদস্যকে আসতে বলুন এবং আধার নম্বরের সঙ্গে রেশন কার্ড সংযুক্ত করান" এই বার্তা ই-পসে দেখানো হবে।

15. যদি উপভোক্তার রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার নম্বর সংযুক্ত না থাকে তাহলে ই-পসে "আপনি কি আপনার আধার নম্বর জানেন? হ্যাঁ/না" এই বার্তা আসবে।



16. 'Yes' অপশনে ক্লিক করলে 'ই-কেওয়াইসি ভেরিফিকেশন' আসবে এবং আধার নম্বর লেখার বক্স আসবে। আধার নম্বর দেওয়ার পর 'সাবমিট' অপশনে ক্লিক করুন বাকি পদ্ধতি ৯ থেকে ১৩ পর্যন্ত ধপগুলির মতো।



17. উপভোক্তা আধার নম্বর না জানলে তাহলে লেনদেন 'আনঅথেন্টিকেটেড' হিসেবে গণ্য করা হবে।

